GANGADHARPUR MAHAVIDYAMANDIR
INTERNAL QUESTION-ANSWER
SEM-3, SUB-EDUCATION (HONOURS)
SOCIOLOGICAL FOUNDATION OF EDUCATION
COURSE- CC5

- **কোন সমাজবিজ্ঞানী সর্বপ্রথম "সমাজতত্ত্ব" শব্দটিকে ব্যবহার করেছিলেন?**

সমাজবিজ্ঞানী অগষ্ট কোতে (August Comte) সর্বপ্রথম "সমাজতত্ত্ব" শব্দটিকে ব্যবহার করেছিলেন।

- **সমাজতত্ত্বের দুটি বিষয়বস্তু উল্লেখ কর।**

সমাজতত্ত্বের দুটি বিষয়বস্তু হল-

- ✓ **সামাজিক কর্মকান্ড:** সমাজতত্ত্বের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ বিষয় হল সামাজিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমস্ত মানুষের ভলোমন্দ বিচার করা।
- ✓ **সামাজিক ধারণা:** মরিস জিনসবার্গের মতে, মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং এর ফলফল সম্পর্কিত আলোচনাই হল সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু।
- ✓ **সামাজিক আদর্শ:** সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু হিসাবে সামাজিক আদর্শের অবদান রয়েছে। সামাজিক আদর্শ ছাড়া কোন জাতি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে না।

- **শিক্ষার সমাজতত্ত্ব বলতে কী বোঝ?**

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, শিক্ষার সমাজতত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের সাহায্যে শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যাসমাধানের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। Emile Durkheim এর মতে -, শিক্ষার সমাজতত্ত্ব হল "Systematic study of sociological perspectives". অথ্যাৎ শিক্ষার সমাজতত্ত্বিক ক্ষেত্রগুলির সুসংবদ্ধ অধ্যায়ন।শিক্ষার সমাজতত্ত্ব হল সমাজতত্ত্ব অনুসন্ধানের একটি বিশেষ ক্ষেত্র। যে ক্ষেত্রটি শিক্ষার সামাজিক গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে। শিক্ষা ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে সেতুবন্ধন করে এই সমাজতত্ত্ব। সামাজিক রীতিনীতি ও মতাদর্শের প্রতিফলনের স্থান হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভুমিকা উপলব্ধি করা হল শিক্ষার সমাজতত্ত্বের কাজ।

- **শিক্ষার সমাজতত্ত্বের দুটি পরিধি লেখ।**

শিক্ষার সমাজতত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের সাহায্যে শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যাসমাধানের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। শিক্ষার সমাজতত্ত্বের পরিধিগুলি হল-

- ✓ সামাজিক রীতিনীতি ও মতাদর্শের প্রতিফলনের স্থান হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভুমিকা উপলব্ধি করা।
- ✓ সামাজিক উন্নতির সহায়ক হিসাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তব্য নিরুপন করা।
- ✓ বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপযোগী সামাজিক আর্দশ নিরুপন করা।
- ✓ শিক্ষকের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ।

- **শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব কাকে বলে?**

শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব হল সমাজতত্ত্বের সেই শাখা, যে শাখা মূলত ব্যক্তি,ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী, দুই বা ততধিক গোষ্ঠীর মধ্যে মিথস্ক্রিয়া দিকগুলি পর্যালোচনা করে। সমাজবীদ Brown এর মতে, "শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বে বক্তি ও সমাজের মধ্যে যে নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে ,সে সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে"। Cook and Cook এর মতে, "পার্থিব বিষয়বস্তু এবং মানবিক সম্পর্কের বিভিন্ন সমাস্যার সমাধান করার জন্য সমাজবৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কৌশলের প্রয়োজনই হল শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব"। বিভিন্ন সামাজিক আর্দশ ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ বিশেষ জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের কাজ।

- **শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের দুটি কার্যাবলী উল্লেখ কর।**

শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব হল সমাজতত্ত্বের সেই শাখা, যে শাখা মূলত ব্যক্তি,ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী, দুই বা ততধিক গোষ্ঠীর মধ্যে মিথস্ক্রিয়া দিকগুলি পর্যালোচনা করে। শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের দুটি কার্যাবলী হল-

- ✓ বিভিন্ন সামাজিক আর্দশ ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ বিশেষ জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের কাজ।
- ✓ শিক্ষার লক্ষ্যের ভিত্তিতে এবং সামাজিক লক্ষ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার পাঠ্যক্রমটি কেমন হওয়া উচিৎ, সেবিষয় আলোচনা করা শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের অন্যতম একটি কাজ।

- **শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের জনক কে?**

সমাজবিজ্ঞানী জজ পেইনীকে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের জনক বলা হয়।

- **সামাজিক গোষ্ঠী কাকে বলে?**

সমাজ বলতে বোঝায় পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়ার সমষ্টি। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা মিথস্ক্রিয়ার উদ্ভব ঘটায়। এই আন্তঃব্যক্তিক মিথস্ক্রিয়া আবর্তনশীল। সামাজিক গ্রুপে দুই বা একাধিক ব্যক্তি থাকে যারা একইরকম মনোভাব, মূল্যবোধ এবং আগ্রহ সর্বদা একটি সামাজিক গ্রুপ সদস্যদের মধ্যে ঐক্য আছে। সর্বদা একটি বিশেষ সামাজিক গ্রুপ সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় থাকা উচিত। একটি সামাজিক গ্রুপ একই মান, স্বার্থ থাকতে পারে এবং তারা কখনও কখনও একই জাতিগত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত। সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ বক্তিবর্গের যে কোন সমষ্টিই হল সামাজিক গোষ্ঠী। সামাজিক গোষ্ঠী হল এমন এক ব্যক্তির সমবায় যেখানে বক্তদের মধ্যে সুনিদির্ষ্ট সম্পর্ক রয়েছে এবং প্রত্যেক বক্তি গোষ্ঠী সম্পর্কে এবং তার প্রতীকগুলি সম্পর্কে সচেতন রয়েছে। বিভিন্ন কারণের কারণে একটি সামাজিক গ্রুপ গঠন করা যেতে পারে। সদস্য একটি সাধারণ লক্ষ্যের দিকে কাজ করতে পারে, এবং ক্ষমতা, সামাজিক পদমর্যাদা বা আত্মীয়তা বা অনুরূপ সামাজিক সম্পর্ক থাকতে পারে বা একটি নির্দিষ্ট দলের মধ্যে একই সামাজিক যোগাযোগ থাকতে পারে।

- **সামাজিকীকরণের যেকোন দুটি প্রক্রিয়ার নাম লেখ।**

সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিশুর জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রক্রিয়ায় জীবন চলতে থাকে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি যখন এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে প্রবেশ করে তখন তাকে নতুন পরিবেশের সঙ্গে, নতুন

অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়। এ খাপ খাওয়ানো প্রক্রিয়ার ফলে তার আচরণে পরিবর্তন আসে। নতুন নিয়মকানুন, রীতিনীতি এবং নতুন পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলার প্রক্রিয়ার নাম সামাজিকীকরণ। সামাজিকীকরণের কয়েকটি প্রক্রিয়ার নাম হল- অনুকরন, অনুভাবন, লালিতকরণ, সহযোগিতা ইত্যাদি।

- **সামাজিকীকরণ কাকে বলে?**

সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিশুর জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রক্রিয়ায় জীবন চলতে থাকে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি যখন এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে প্রবেশ করে তখন তাকে নতুন পরিবেশের সঙ্গে, নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়। এ খাপ খাওয়ানো প্রক্রিয়ার ফলে তার আচরণে পরিবর্তন আসে। নতুন নিয়মকানুন, রীতিনীতি এবং নতুন পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলার প্রক্রিয়ার নাম সামাজিকীকরণ। সামাজিকীকরণ বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানব শিশু সমাজের একজন কাঙ্ক্ষিত পূর্ণাঙ্গ সদস্য হিসেবে গড়ে ওঠে। সমাজবিজ্ঞানী কিংসলে ডেভিসের মতে, 'সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি পুরোপুরি সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়া ছাড়া ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব লাভে ব্যর্থ হয় এবং সমাজে সে একজন যোগ্য ও উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না।অগবার্ন ও নিমকফ বলেন, 'সামাজিকীকরণ ছাড়া সমাজে জীবনযাপন একেবারেই সম্ভব নয় এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর সঙ্গে মেলামেশার সামাজিক মূল্য বজায় রাখে।'সামাজিকীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে মানব শিশু ক্রমেই ব্যক্তিত্বপূর্ণ সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। অর্থাৎ যে সামাজিক প্রক্রিয়াকে মানুষের সামাজিক প্রগতির উন্মেষ, বিকাশ হয় তাকেই সামাজিকীকরণ বলা হয়।

- **সামাজিক পরিবর্তনের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।**

সামাজিক পরিবর্তন সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার একটি স্বাভাবিক পরিক্রমা। সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়। বলা যায় পরিবর্তনই সমাজের ধর্ম। সামাজিক পরিবর্তনের মৌলরূপ হলো এর গুণগত পরিবর্তন। পরিবর্তনের পরিক্রমাই আদিম মানুষ পূর্বের বর্বর অবস্থা হতে পরিবর্তন হয়ে আধুনিক যুগের এই অবস্থায় উপনীত হয়েছে এবং অনাগত ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান রয়েছে। সমাজ বলতে বোঝায় পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও মিথষ্ক্রিয়ার সমষ্টি। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা মিথষ্ক্রিয়ার উদ্ভব ঘটায়। এই আন্তঃব্যক্তিক মিথষ্ক্রিয়া আবর্তনশীল। সুতরাং দেখা যায় সমাজ সর্বদাই পরিবর্তনের পরিক্রমায় ঘূর্ণয়মান। সমাজবিজ্ঞানীগণ নানা প্রকরণে সামাজিক পরিবর্তনকে ব্যবচ্ছেদ করেন। মরিস গিনসবার্গ বলেছেন- সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তনই সামাজিক পরিবর্তন। তার অভিমত অনুসারে যে সমস্ত পরিবর্তন সমাজের রূপান্তর ঘটায় তাই সামাজিক পরিবর্তন। সামাজিক পরিবর্তনের দুটি বৈশিষ্ট্য হল-

- ✓ সামাজিক পরিবর্তন হল সামাজিক।
- ✓ সামাজিক পরিবর্তন সর্বজনীন।
- ✓ সামাজিক পরিবর্তনের হার সময়ভেদে ও সমাজভদে ভিন্ন হয়।

- **সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে কি বোঝ?**

সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে সমাজের ব্যক্তিদের অসম বিন্যাসকে বোঝায়। সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও শ্রেণির উঁচু-নিচু ভেদাভেদ। বিভিন্ন আর্থসামাজিক ভিত্তিতে সমাজে বিদ্যমান জনগোষ্ঠীকে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা স্তরে ভাগ করাই সামাজিক স্তরবিন্যাস। সমাজবিজ্ঞানী সরোকিন উঁচু-নিচু শ্রেণির ক্রমানুসারে সংগঠিত জনসংখ্যার মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্নতাকে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে অভিহিত করেন। সামাজিক অসমতাই সামাজিক স্তরবিন্যাসের সূচনা করে। সামাজিক স্তরবিন্যাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক কার্ল মার্ক্স বলেছেন, সামাজিক স্তরবিন্যাস হচ্ছে সমাজের মানুষের বিভাজন। এ বিভাজনের ভিত্তি হচ্ছে সমাজে বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থা।সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েভার বলেছেন, সামাজিক স্তরবিন্যাস তথা সমাজের মানুষের বিভাজনের ভিত্তি হচ্ছে সম্পত্তি, ক্ষমতা ও মর্যাদা। মালভিন টিউমিন এর মতে,সামাজিক স্তরবিন্যাস হচ্ছে এমন এক সামাজিক ব্যবস্থা যাতে একটি সামাজিক গোষ্ঠী বা সমাজ শক্তি, সম্পত্তি, সামাজিক মূল্য ও মানসিক তুষ্টির তাররম্যের ভিত্তিতে উর্ধ্বার্ধ রীতিতে শ্রেণীবদ্ধ হয়।

- **যোগাযোগের উপাদানগুলির নাম লেখ।**

যোগাযোগের উপাদানগুলির নাম হল- র্বাতা, সংকেতায়ন, মাধ্যম, প্রেরক, প্রাপক, বিসংকেতায়ন, অর্থবোধ এবং ফিডব্যাক।

- **সামাজিক যোগাযোগের যে কোন দুটি সংস্হার নাম লেখ।**

সামাজিক যোগাযোগের যে কোন দুটি সংস্হার নাম হল- গনমাধ্যম, পরিবার, বিদ্যালয় এবং বন্ধুবান্ধবের দল।

- **সংস্কৃতির সংজ্ঞা দাও।**

সংস্কৃতি বা কৃষ্টি হলো সেই জটিল সামগ্রিকতা যাতে অন্তর্গত আছে জ্ঞান, বিশ্বাস, নৈতিকতা, শিল্প, আইন, আচার এবং সমাজের একজন সদস্য হিসেবে মানুষের দ্বারা অর্জিত অন্য যেকোনো সম্ভাব্য সামর্থ্য বা অভ্যাস। ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা হেলেন স্পেনসার ওটেইয়ের মতে, সংস্কৃতি হলো কিছু বুনিয়াদি অনুমান, মূল্যবোধ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির, বিশ্বাস, নীতিমালা, প্রক্রিয়া এবং আচরণিক প্রথার অস্পষ্ট সমষ্টি যা এক দল মানুষ ভাগ করে নেয় এবং সেই সমষ্টি দলের প্রত্যেক সদস্যের আচরণকে এবং তার নিকট অন্য সদস্যের আচরণের 'অর্থ' বা সংজ্ঞায়নকে প্রভাবিত করে। কোন অঞ্চলের সকল বা সমষ্টিগতভাবে কিছু মানুষের আচার-ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সঙ্গীত, নৃত্য, ছড়া,সাহিত্য, নীতিকথা, গল্প, নাট্যশালা, সামাজিক রীতিনীতি ও সম্পর্ক, ধর্মীয় আচার আচরন, অনুষ্ঠান, বিনোদনের ধরন, শিক্ষা দীক্ষা, ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র, প্রথা ইত্যাদির মাধ্যমে যে অভিব্যক্তির প্রকাশ পায় তাকেই সংস্কৃতি বলে। টেইলরের মতে "সমাজের সদস্য হিসাবে অর্জিত নানা আচরন, যোগ্যতা, শিল্পকলা, বিশ্বাস, রীতি-নীতি, আদর্শ, আইন, প্রথা ইত্যাদির এক যৌগিক সমন্বয় হল সংস্কৃতি"।

- **প্রযুক্তি কাকে বলে?**

প্রযুক্তি বলতে কোন একটি প্রজাতির বিভিন্ন যন্ত্র এবং প্রাকৃতিক উপাদান প্রয়োগের ব্যবহারিক জ্ঞানকে বোঝায়। মানব সমাজের প্রেক্ষিতে প্রযুক্তির সংজ্ঞায় বলা যায়, "প্রযুক্তি হল কিছু প্রায়োগিক কৌশল যা মানুষ তার প্রতিবেশের উন্নয়নকার্যে ব্যবহার করে।" যেকোন যন্ত্র এবং প্রাকৃতিক উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তা দক্ষভাবে ব্যবহারের ক্ষমতারকেও প্রযুক্তি বলা হয়। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে যেসব কৌশল বা যন্ত্র আবিষ্কার করা হয় তাকে প্রযুক্তি বলে।প্রযুক্তি হলো বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক।বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে যা তৈরি করা হবে তাই প্রযুক্তি।যেমন লোহা তামার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করলে তাপ উৎপন্ন হয়।এটি বিজ্ঞানের জ্ঞান।এটিকে কাজে লাগিয়ে হিটার তৈরি করা হ য়।এটি আবার প্রযুক্তি।প্রযুক্তি দুই প্রকার- আধুনিক ও প্রাচীন। ধরণের দিক থেকে আবার দুই প্রকার। যেমন কলাকৌশলগত প্রযুক্তি ও যান্ত্রিক প্রযুক্তি।